OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 629 - 644
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ : মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা, গ্রামসীয় হেজিমনি ও রণজিৎ গুহর সাবঅল্টার্ন ইতিহাস চেতনার আলোকে নিম্নবর্গীয় পুনঃপাঠ

সায়নী পাল
গবেষক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়
হোজাই, আসাম
Email ID: sayanipaulsitalkuchi@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Raktakarabi (Red Oleanders), Subaltern Consciousness, Marxist Literary Criticism, Cultural Hegemony, Alienation of Labour, Organic Intellectual.

Abstract

This study offers a subaltern reinterpretation of Rabindranath Tagore's Raktakarabi (Red Oleanders, 1916) by employing the theoretical frameworks of Marxist class consciousness, Antonio Gramsci's concept of cultural hegemony, and Ranajit Guha's subaltern historiography. The central objective of the research is to re-examine the dramatic space of Yakshapuri as a hierarchically organized production regime in which the mine-centered economic structure regulates the relationships between labour, capital, and political authority. The paper argues that the play should not be read merely as an aesthetic critique of mechanized modernity; rather, it constructs a complex dramatic discourse that reveals the dynamics of exploitative domination, ideological control, and the suppressed resistance of subordinate social groups.

Drawing upon Karl Marx's theories of the alienation of labour and commodity fetishism, the study interprets the mining economy of Yakshapuri as a system that estranges workers from the process and meaning of production while simultaneously transforming gold into a fetishized object that legitimizes authoritarian power. At the same time, Antonio Gramsci's notion of cultural hegemony provides a critical framework for understanding how ideological and cultural institutions normalize domination and inhibit the emergence of collective class consciousness among the oppressed. Within such a hegemonic order, subaltern voices remain largely marginalized, reflecting Ranajit Guha's argument that elite-centered historical narratives frequently obscure the political agency and experiential realities of subordinate groups.

Within this framework, the character of Nandini appears as a disruptive and transformative presence within the dramatic structure. Interpreted as a Gramscian "organic intellectual," she articulates an alternative ethical and affective language grounded in life, love, and freedom, gradually awakening latent subaltern consciousness and exposing the moral crisis embedded in the king's authoritarian regime. Moreover, the play's symbolic devices - its songs,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

silences, and dramatic imagery - are interpreted as coded forms of subaltern expression and resistance. Ultimately, the study demonstrates that Raktakarabi operates simultaneously on aesthetic and political planes, dramatizing tensions between capital and labour, power and resistance, and the persistent human aspiration for liberation within modernity.

Discussion

১

১. ভূমিকা (Introduction) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' (১৯২৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অনন্য ও বহুমাত্রিক সৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে নাটকটি প্রধানত রূপক, প্রতীক, সংকেত, পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গসমৃদ্ধ আখ্যান কিংবা যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী প্রতিবাদ হিসেবে পঠিত হয়েছে। এই পাঠধারায় নন্দিনীকে জীবনশক্তির প্রতীক, রাজাকে অমানবিক ক্ষমতার অবয়ব এবং যক্ষপুরীকে আধুনিক শিল্পসভ্যতার রূপক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু নাটকের সূচনাতেই যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাস নির্মিত হয়, তা কেবল নন্দনতাত্ত্বিক বা প্রতীকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না; বরং তা একটি সুস্পষ্ট শ্রেণিবিন্যস্ত বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করে। ফলে '*রক্তকরবী*-র প্রতিষ্ঠিত পাঠসমূহ পুনর্বিবেচনা করা জরুরি - বিশেষত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে উৎপাদন, শ্রম এবং ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক নাটকের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক তাৎপর্য নির্ধারণ করে।

নাটকের প্রারম্ভিক পরিচয়ে বলা হয়েছে - "এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত" (ঠাকুর ৯)। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থার রূপরেখা নিহিত রয়েছে। এখানে তিনটি মৌলিক উপাদান চিহ্নিত করা যায় : (১) যক্ষপুরী - রাষ্ট্রসংগঠন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিসর; (২) শ্রমিকদল - উৎপাদনশক্তি, যারা শ্রমের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করে; এবং (৩) সোনা - সম্পদ, পুঁজি ও শাসনক্ষমতার কেন্দ্রীয় উপাদান। এই ত্রিস্তরীয় বিন্যাস কেবল নাটকের পটভূমি নয়; বরং একটি শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোকে নির্দেশ করে।

শ্রমিকদের অবস্থান 'মাটির তলা'য় - উৎপাদনের অদৃশ্য ও নিম্নস্তরে; বিপরীতে রাজা অবস্থান করেন জালের আড়ালে, দৃশ্যমান অথচ অপ্রাপ্য ক্ষমতার কেন্দ্রে। এই স্থানিক বিন্যাস সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক ঘনীভূত নাট্যরূপ নির্মাণ করে। উৎপাদনের স্তর ও ক্ষমতার স্তরের এই বিভাজন '*রক্তকরবী*'-কে কেবল প্রতীকী নাটক নয়, বরং শ্রম শোষণ, সম্পদ-আহরণ এবং ক্ষমতার সংগঠনের নাট্য-আখ্যান হিসেবেও পাঠযোগ্য করে তোলে।

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রবন্ধে যক্ষপুরীকে একটি খনি-নির্ভর উৎপাদন-রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে সম্পদ আহরণ রাষ্ট্রক্ষমতার মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে সোনা নিছক ধাতু নয়; এটি পুঁজির প্রতীক, যা শ্রমিকদের জীবনশক্তিকে শোষণ করে ক্ষমতার কাঠামোকে সুদৃঢ় করে। শ্রমিকদের পরিচয় ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিতে নয়, উৎপাদনক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত। এই পরিস্থিতি কার্ল মার্কসের শ্রম-বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, যেখানে শ্রমিক তার শ্রমফল, শ্রমপ্রক্রিয়া এবং মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (Marx 326-334)। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা সোনা আহরণ করলেও সেই সম্পদের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই; বরং সম্পদের স্বার্থেই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। একই সঙ্গে সোনা এমন এক ফেটিশে পরিণত হয়, যা সামাজিক সম্পর্ককে বস্তুগত মোহের আড়ালে আচ্ছন্ন করে।

অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি যক্ষপুরীতে সাংস্কৃতিক আধিপত্যও কার্যকর। শ্রমিকেরা সর্বদা প্রকাশ্য বিদ্রোহী নয়; তারা উৎসব পালন করে, মদ্যপান করে এবং গান গায় - অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই জীবনযাপন করে। সম্মতিনির্ভর এই আনুগত্য আন্তোনিও গ্রামসির হেজিমনি ধারণার আলোকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে শাসন কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয় (Gramsci 57-58)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২

যক্ষপুরীতে রাজা দৃশ্যত অনুপস্থিত হলেও তার ক্ষমতা আইন, শৃঙ্খলা, ভয়, সামাজিক অভ্যাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। উক্ত ক্ষমতা-কাঠামোর ভেতরেই নন্দিনী চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্রীয় বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনি যক্ষপুরীর উৎপাদনযন্ত্রের অংশ নন; বরং বহির্জগতের প্রাণশক্তি, স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত মানবিকতার বাহক। নন্দিনী কেবল প্রেম বা সৌন্দর্যের প্রতীক নন; তিনি প্রশ্ন তোলেন, আহ্বান জানান এবং রাজাকে জালের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেন। গ্রামসির পরিভাষায় তাকে এক ধরনের 'organic intellectual' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে - যিনি নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন এবং আধিপত্যের নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন (Gramsci 5-23)। তার উপস্থিতি শ্রমিকদের নীরব অস্তিত্বে এক নতুন আত্মসচেতনতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

শ্রমিকদের নীরবতা, আক্ষেপ ও গানকে সাবঅল্টার্ন রাজনীতির সাংকেতিক ভাষা হিসেবেও পাঠ করা যায়। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ প্রায়শই অনুলিখিত থেকে যায়; তাদের রাজনৈতিক চেতনা সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় নয়, বরং সাংকেতিক ও দৈনন্দিন আচরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয় (Guha 1-8)। '*রক্তকরবী*'-র শ্রমিকচরিত্রেরা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণ না করলেও তাদের গানের ভঙ্গি, ব্যঙ্গ ও দৈনন্দিন কথনে নীরব প্রতিরোধের এক অন্তঃসলিলা সুর ধ্বনিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটি এলিট-কেন্দ্রিক ইতিহাসবোধের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় অভিজ্ঞতার এক নন্দনতাত্ত্বিক দলিল হিসেবে পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা চারটি বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গঠিত। প্রথমত, যক্ষপুরীকে একটি পুঁজিবাদী উৎপাদন-কাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ করা - যেখানে সোনা আহরণ রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের নীরবতা, মদ্যপান ও গানের মধ্যে নিহিত রাজনৈতিক চেতনাকে সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা। তৃতীয়ত, নন্দিনী চরিত্রকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের শক্তি এবং নিম্নবর্গীয় আত্মসচেতনতার সম্ভাব্য উন্মেষস্থল হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করা। চতুর্থত, রাজার আধিপত্যের সংকটকে গ্রামসীয় 'crisis of authority' ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ করা।

সমগ্র আলোচনার কেন্দ্রীয় তর্ক হল – '*রক্তকরবী*'-কে কেবল নন্দনতাত্ত্বিক রূপক হিসেবে সীমাবদ্ধ করলে তার রাজনৈতিক গভীরতা আড়াল হয়ে যায়। বরং নাটকটি আধুনিকতার অন্তর্গত শ্রেণি-সংকট, উৎপাদন নির্ভর রাষ্ট্রক্ষমতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে এক জটিল নাট্য-আখ্যানের মাধ্যমে রূপায়িত করে। যক্ষপুরীর অন্ধকার খনির বিপরীতে নন্দিনীর আলো কেবল রোমান্টিক মুক্তির ইঙ্গিত নয়; তা নিম্নবর্গীয় আত্মচেতনার সম্ভাব্য উন্মেষ - যা আধিপত্যের যন্ত্রকে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় স্তরেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

'রক্তকরবী'-র পাঠ-ঐতিহ্য দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকটি রূপক, প্রতীক, সাংকেতিক, মানবতাবাদী প্রতিবাদ অথবা যন্ত্রসভ্যতার সমালোচনা হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যায় উৎপাদন-ব্যবস্থার শ্রেণিগত বাস্তবতা, শ্রমের রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সম্মতিনির্ভর আধিপত্যের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে অনালোচিত থেকে গেছে। সেই কারণেই প্রতিষ্ঠিত পাঠসমূহের সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন অপরিহার্য। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই পরবর্তী অংশে '*রক্তকরবী*'র গবেষণা-প্রেক্ষিত ও সমালোচনা-ইতিহাস পর্যালোচনা করা হবে।

৩

২. ইতিহাস-প্রেক্ষিত ও সমালোচনা-গবেষণা (Literature Review) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '*রক্তকরবী*' নিয়ে সমালোচনা-ঐতিহ্য দীর্ঘ, বৈচিত্র্যময় এবং তাত্ত্বিকভাবে বহুমাত্রিক। নাটকটি প্রকাশের পর থেকেই এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমালোচকেরা নাটকটিকে প্রধানত প্রতীকাশ্রয়ী রোমান্টিক কাব্যনাট্য হিসেবে মূল্যায়ন করেন। এই ধারার পাঠে নন্দিনীকে মানবিক প্রেম, প্রাণশক্তি ও মুক্তির প্রতীক এবং যক্ষপুরীকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্য সমালোচনার পরিসরে বুদ্ধদেব বসু ও শিশিরকুমার দাশ রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যকে প্রধানত একধরনের কাব্যনির্ভর নাট্যরূপ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাস,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতীকধর্মী গঠন এবং কাব্যিক ভাষার সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে তার নাট্যশিল্পের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়েছে (Bose 112; Das 215)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে '*রক্তকরবী*' মূলত মানবতাবাদী প্রতিবাদের কাব্যিক নাট্যরূপ - যেখানে যন্ত্রনির্ভর আধুনিকতার অমানবিকতার বিপরীতে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রেম এবং সৃজনশীলতার শক্তি উদযাপিত হয়েছে।

তবে পরবর্তী সময়ে নাটকটির সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে নতুন আলোচনার সূচনা হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক ও রাজনৈতিক নন্দনতাত্ত্বিক পাঠে যক্ষপুরীকে ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার রূপক হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক চিন্তায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও আশিস নন্দীর মতো চিন্তাবিদেরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে উপনিবেশিক আধুনিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক কণ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্পায়নের প্রকল্প এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের অন্তর্নিহিত সংকটকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে (Chatterjee 98; Nandy 54)। এই দৃষ্টিকোণে '*রক্তকরবী*' কেবল নৈতিক প্রতিবাদের নাটক নয়; বরং আধুনিক রাষ্ট্র, শিল্পায়ন এবং ক্ষমতার কাঠামোর সমালোচনামূলক রূপক। সাম্প্রতিক গবেষণায় লিঙ্গ-রাজনীতি, সাংস্কৃতিক রাজনীতি এবং পারফরম্যান্স-স্টাডিজের আলোকে নাটকটির নতুন মঞ্চভিত্তিক পাঠও গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে সমালোচনা-ঐতিহ্য স্পষ্ট করে যে, '*রক্তকরবী*' কেবল নান্দনিক সৃষ্টি নয়; বরং শোষণ, নীরবতা এবং প্রতিরোধকে একত্রে ধারণকারী এক গভীর রাজনৈতিক নন্দনতত্ত্বের পাঠভূমি।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলির মধ্যে 'রক্তকরবী'-র যে ব্যাখ্যাধারা সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে তা হল রূপক ও মানবতাবাদী পাঠ। এই দৃষ্টিকোণে নাটকটির প্রতীক বিন্যাস, চরিত্র-সংস্থান এবং কাব্যিক ভাষাকে মানবিক স্বাধীনতা ও জীবনের সৃজনশীল শক্তির রূপক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত নন্দিনীর চরিত্র এবং যক্ষপুরীর উৎপাদন-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমালোচকেরা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অমানবিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী প্রতিবাদের তাৎপর্য নিরূপণ করেছেন। এই প্রেক্ষিত থেকেই 'রক্তকরবী'-র রূপক ও মানবতাবাদী পাঠের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার দাবি রাখে।

২.১ রূপক ও মানবতাবাদী পাঠ : রূপকতাত্ত্বিক ও মানবতাবাদী ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে '*রক্তকরবী*' পাঠের প্রধান ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বহু গবেষক নাটকটিকে পৌরাণিক অনুষঙ্গসমৃদ্ধ প্রতীকী রচনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে যক্ষপুরীকে লঙ্কার সমান্তরাল রূপক, রাজাকে রাবণসদৃশ ক্ষমতার প্রতিমূর্তি এবং নন্দিনীকে জীবনশক্তি, প্রেম ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার কেন্দ্রে রয়েছে যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক আপত্তি।

আধুনিক শিল্পায়ন মানুষের প্রাণশক্তি, স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতাকে ক্ষয় করে। ফলে নাটকটি মানবতাবাদী প্রতিবাদ হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেখানে যন্ত্রের অমানবিকতার বিপরীতে জীবনের প্রাণময়তা ও প্রেমের শক্তি উদযাপিত হয়েছে (Bose 118)।

উল্লিখিত ধারার সমালোচনায় নাটকের ভাষা, সংগীত এবং প্রতীকবিন্যাসের কাব্যিকতা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। নন্দিনীকে 'আলো', 'প্রাণ' এবং 'স্বাধীনতা'-র প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে এবং রাজার পতনকে অমানবিক ক্ষমতার পরাজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে এই নন্দনতাত্ত্বিক পাঠে উৎপাদন-সম্পর্ক, শ্রমিক-জীবন এবং সম্পদ-সংগ্রহের অর্থনৈতিক ভিত্তি তুলনামূলকভাবে গৌণ থেকে গেছে। যক্ষপুরীর খনি-নির্ভর উৎপাদনব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের ভূগর্ভস্থ অবস্থান প্রায়শই রূপক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে; ফলে শ্রেণিগত বিন্যাস, শ্রমশোষণ এবং ক্ষমতার বস্তুগত ভিত্তির প্রশ্ন স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় না।

উক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে রূপক ও মানবতাবাদী পাঠ নাটকের নৈতিক প্রতিবাদকে উজ্জ্বল করলেও তার সামাজিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত করতে পারে না। যক্ষপুরীর খনি-কেন্দ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা, শ্রমিকদের নামহীনতা এবং সোনা-সংগ্রহের প্রতি রাষ্ট্রশক্তির আসক্তি কেবল প্রতীকী ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষমতার বস্তুগত ভিত্তি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আংশিকভাবে অনুধাবিত হয়। এই পর্যায়ে নৈতিক সমালোচনা থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; এখানেই মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিসর প্রদান করতে পারে।

২.২. মার্কসীয় সমালোচনার সম্ভাবনা : বাংলা সাহিত্যসমালোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে; তবু *'রক্তকরবী'*-র ক্ষেত্রে এই পাঠ তুলনামূলকভাবে সীমিত। অধিকাংশ আলোচনায় নাটকটিকে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে কবির রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে, যেখানে আধুনিকতার সমালোচনা মূলত নৈতিক বা নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান হিসেবে উপস্থিত। কিন্তু যক্ষপুরীর খনি-নির্ভর অর্থনীতি, শ্রমিকদের ভূগর্ভস্থ অবস্থান এবং সোনা আহরণের প্রতি রাষ্ট্রশক্তির আসক্তি মার্কসীয় বিশ্লেষণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র উন্মোচন করে।

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সোনা এখানে পুঁজির প্রতীক, যা শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতার কাঠামোকে স্থায়ী করে। শ্রমিকেরা উৎপাদনের কেন্দ্রে অবস্থান করলেও ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন - এই বিন্যাস শ্রম-বিচ্ছিন্নতা এবং পণ্য-ফেটিশিজমের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা যায় (Marx 326–334)। তবু শ্রেণিসংঘাত, উদ্বৃত্ত মূল্য বা উৎপাদন-সম্পর্কের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে বিরল। ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শ্রেণিগত কাঠামোর প্রশ্ন উন্মোচিত হলেও শ্রমিকদের নীরবতা ও প্রান্তিকতার বিষয়টি অনেক সময় আড়ালেই থেকে যায়।

২.৩. সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও সাহিত্যপাঠ : আলোচ্য সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সম্ভাবনা উন্মোচন করে। রণজিৎ গুহ ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে, উপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ প্রায়শই অনুল্লিখিত থাকে; ক্ষমতার ভাষ্য ইতিহাস নির্মাণ করে, আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা আড়ালে থেকে যায় (Guha 3–8)।

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ সাহিত্য অনেকক্ষেত্রে সেই নীরবতার বিকল্প দলিল হিসেবে কাজ করতে পারে- রূপক, প্রতীক এবং নীরবতার মধ্যদিয়ে প্রান্তিক চেতনার প্রকাশ ঘটায়।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে *'রক্তকরবী'* বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকে শ্রমিকেরা প্রাধান্যপ্রাপ্ত চরিত্র নয়; তারা প্রান্তিক বা গৌণ অবস্থানে উপস্থিত। তবু তাদের সংলাপ, গান এবং দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক চেতনা কাজ করে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ অনুপস্থিত হলেও ক্ষোভ, ব্যঙ্গ এবং স্বপ্নের ভাষায় তারা আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সাবঅল্টার্ন তত্ত্বের আলোকে এই নীরবতাকে রাজনৈতিক ভাষ্য হিসেবে পাঠ করা সম্ভব।

অতএব, রূপকতাত্ত্বিক মানবতাবাদী পাঠের পাশাপাশি মার্কসীয় এবং সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিকোণ নাটকটির নতুন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা উন্মোচন করে। উৎপাদন-সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং নীরব প্রতিরোধকে একত্রে বিবেচনা করলে *'রক্তকরবী'* কেবল নন্দনতাত্ত্বিক রচনা নয়; বরং আধুনিকতার অন্তর্গত শ্রেণি-সংকট, ক্ষমতার সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং প্রান্তিক চেতনার এক জটিল নাট্যদলিল হিসেবে প্রতিভাত হয়।

উপরোক্ত সমালোচনা-ঐতিহ্য থেকে স্পষ্ট যে, 'রক্তকরবী'-র ব্যাখ্যা নানান তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকশিত হয়েছে - রূপকতাত্ত্বিক মানবতাবাদী পাঠ, মার্কসীয় বিশ্লেষণ এবং সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিকোণ তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বহুমাত্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে নাটকটির ক্ষমতা-সংক্রান্ত বিন্যাস, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং প্রান্তিক চেতনার প্রকাশ বিশ্লেষণের জন্য একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই পরবর্তী অংশে গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হবে।

৩. তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical Framework) : সাহিত্যিক আখ্যান, ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং সামাজিক গঠনের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো অপরিহার্য। তত্ত্ব কেবল বিশ্লেষণের একটি উপকরণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়; বরং এটি পাঠকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রদান করে এবং পাঠ্যের অন্তর্গত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরগুলিকে উন্মোচন করতে সহায়তা করে। আধুনিক সমাজ-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মার্কসীয় চিন্তা উৎপাদন-সম্পর্ক, শ্রেণি-সংঘাত, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক নির্ভরতা এবং শ্রম-অভিজ্ঞতার সংকটকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে (Marx 1867: 125-140)। ফলে আখ্যানের মধ্যে নিহিত অর্থনৈতিক শক্তি, ক্ষমতার বিন্যাস এবং ব্যক্তিসত্তার সংকট বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব একটি কার্যকর ব্যাখ্যামূলক কাঠামো প্রদান করে। উৎপাদনব্যবস্থা, উদ্বৃত্ত মূল্য এবং শ্রম-বিচ্ছিন্নতার ধারণা এই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে (Marx 1844: 70-81)।

৩.১. মার্কস উৎপাদন উদ্বৃত্ত মূল্য ও বিচ্ছিন্নতা : কার্ল মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কই শ্রেণিবিন্যাসের মূল ভিত্তি নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপায় যার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ক্ষমতার কাঠামোও তার নিয়ন্ত্রণেই সংগঠিত হয় (Marx 1867: 302)। '*রক্তকরবী*'-তে যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক বিন্যাস এই তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নাটকে শ্রমিকেরা ভূগর্ভে অবস্থান করে সোনা আহরণ করে, কিন্তু সেই সম্পদের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই। উৎপাদনের কেন্দ্রে থেকেও তারা মালিকানাহীন। অন্যদিকে রাজা জালের আড়ালে থেকে সমগ্র যক্ষপুরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। জাল এখানে কেবল দৃশ্যগত প্রতীক নয়; পুঁজির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার রূপক হিসেবেও পাঠযোগ্য।

৬

মার্কসের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব অনুসারে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিক চার স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে - শ্রমফল থেকে, শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে, নিজের মানবিক সত্তা থেকে এবং অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে (Marx 1844: 72- 77)। '*রক্তকরবী*'-র শ্রমিকজীবনে এই বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিশুর সংলাপ - "জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়" (ঠাকুর ৩১)। শ্রমিকজীবনের এই দ্বৈত অবস্থাকে প্রকাশ করে। এখানে 'মজুরি' শব্দটি একদিকে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে মানসিক আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত বহন করে।

মার্কসীয় বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে, যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক কাঠামো উদ্বৃত্ত মূল্যের কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ ও বিচ্ছিন্নতা নির্মাণ করে (Marx 1867: 325)। তবে একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায় - এই শোষণব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে গ্রামসির হেজিমনি-তত্ত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২. গ্রামসি : হেজমনি ও অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল : আন্তোনিও গ্রামসির মতে, শাসনব্যবস্থা কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না; বরং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে শাসিতদের সম্মতি অর্জন করে এক ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে (Gramsci 1971: 12–13)। এই সম্মতিনির্ভর আধিপত্যকেই তিনি 'হেজিমনি' নামে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যায় যে 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষপুরীতে শ্রমিকেরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয় না; বরং তারা উৎসব পালন করে, মদ্যপান করে এবং গান গেয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাইরে নয়, বরং তার অভ্যন্তরেই জীবনযাপন করে। এই পরিস্থিতি গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্বের একটি কার্যকর উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে শাসনব্যবস্থা বলপ্রয়োগের পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে শাসিতদের সম্মতি অর্জন করে এবং সেই সম্মতির মাধ্যমেই তার আধিপত্যকে স্থায়ী করে তোলে।

নাটকের অধ্যাপকের মন্তব্য – "যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী" (ঠাকুর ১৫) - যক্ষপুরীর উপর নেমে আসা সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অন্ধকারকে একটি শক্তিশালী প্রতীকী রূপকের মাধ্যমে চিহ্নিত করে। এই উক্তি কেবল একটি বর্ণনামূলক মন্তব্য নয়; বরং ক্ষমতাকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর ফলে সৃষ্ট মানবিক অবক্ষয়ের দিকেও তা ইঙ্গিত করে। শাসনব্যবস্থা এমন এক মানসিক পরিমণ্ডল তৈরি করে, যেখানে শোষণ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়। গ্রামসির ভাষায় এটিই সাংস্কৃতিক হেজিমনির কার্যকারিতা (Gramsci 1971: 57-58)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নন্দিনী চরিত্রটি এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামসির পরিভাষায় তাকে 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় - যিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপ দেন এবং আধিপত্যের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন (Gramsci 1971: 5-23)।

৩.৩. রণজিৎ গুহ : সাবঅল্টার্ন চেতনা : নিম্নবর্গীয় রাজনীতির প্রকৃতি নিয়ে রণজিৎ গুহ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনা সবসময় সংগঠিত বিপ্লবের রূপে প্রকাশ পায় না; অনেক সময় তা বিচ্ছিন্ন, সাংকেতিক এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভেতরে নিহিত থাকে (Guha 1982: 3-8)। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ প্রকল্প মূলত ইতিহাসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই অবদমিত কণ্ঠকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা।

৭

'*রক্তকরবী*'-র শ্রমিকচরিত্রগুলিকে এই তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে পাঠ করা সম্ভব। নাটকে তারা প্রান্তিক অবস্থানে উপস্থিত হলেও তাদের সংলাপ, গান এবং কথোপকথনের মধ্যে শোষণের বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকাশ্য বিপ্লব অনুপস্থিত হলেও ব্যঙ্গ, ক্ষোভ এবং আকাঙ্ক্ষার ভাষায় আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে নীরবতা এখানে নিষ্ক্রিয়তা নয়; বরং অবদমিত চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

মার্কসীয় উৎপাদন-সমালোচনা, গ্রামসীয় হেজিমনি এবং গুহর সাবঅল্টার্ন ধারণাকে সমন্বিত করলে যক্ষপুরী অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং নীরব প্রতিরোধের জটিল সমাবেশ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

উপরের আলোচনায় মার্কসীয় উৎপাদন-সমালোচনা, গ্রামসীয় হেজিমনি এবং রণজিৎ গুহর সাবঅল্টার্ন চেতনার ধারণা 'রক্তকরবী'-র সামাজিক ও রাজনৈতিক পাঠের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে নাটকের চরিত্র, সংলাপ ও প্রতীকসমূহ বিশ্লেষণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নিম্নে সেই গবেষণা পদ্ধতির রূপরেখা উপস্থাপন করা হল।

৪. গবেষণা পদ্ধতি (Methodology) : উপস্থিত গবেষণায় একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '*রক্তকরবী* নাটকের রাজনৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরসমূহকে সমন্বিতভাবে পাঠ করা। গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) পাঠবিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যেখানে সাহিত্যিক পাঠ্যকে একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগত কাঠামো গঠিত হয়েছে চারটি পরস্পরসম্পর্কিত বিশ্লেষণধারার সমন্বয়ে: Close Textual Analysis, Ideological Criticism, Subaltern Hermeneutics এবং Comparative Theory Application।

প্রথমত, Close Textual Analysis প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকের সংলাপ, প্রতীক, চরিত্রবিন্যাস এবং দৃশ্যকাঠামোর সূক্ষ্ম পাঠ সম্পাদিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ নাটকের ভাষার ভেতরে নিহিত ক্ষমতার বিন্যাস, রূপক ও ইঙ্গিতসমূহকে উন্মোচিত করতে সহায়তা করে। সংলাপের অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থতা, প্রতীকী কাঠামো এবং চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা, শোষণ এবং প্রতিরোধের সূক্ষ্ম সাংকেতিক রূপগুলি শনাক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, Ideological Criticism-এর সাহায্যে যক্ষপুরীর উৎপাদন-সম্পর্ক, শ্রমবিন্যাস এবং ক্ষমতার কাঠামোকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাসকে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে পাঠ করার সুযোগ দেয়। ফলে যক্ষপুরীকে একটি প্রতীকী উৎপাদন-ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব হয়, যেখানে সম্পদ আহরণ, শ্রমবিভাজন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত।

তৃতীয়ত, Subaltern Hermeneutics প্রয়োগ করে নাটকের শ্রমিকচরিত্রগুলির নীরবতা, গান এবং দৈনন্দিন কথোপকথনকে সাবঅল্টার্ন চেতনার সাংকেতিক ভাষ্য হিসেবে পাঠ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রান্তিক চরিত্রগুলির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিজ্ঞতাকে কেবল সহায়ক আখ্যান হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক অর্থবাহী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে নীরবতা, ব্যঙ্গ এবং আক্ষেপের মধ্যেও প্রান্তিক প্রতিরোধের সম্ভাব্য অর্থ উন্মোচিত হয়েছে।

৮

পরিশেষে, Comparative Theory Application পদ্ধতির মাধ্যমে Karl Marx, Antonio Gramsci এবং Ranajit Guha-র তাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে আন্তঃসম্পর্কিত ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। মার্কসীয় উৎপাদন-সমালোচনা অর্থনৈতিক শোষণের কাঠামো ব্যাখ্যা করে; গ্রামসীয় হেজিমনি তত্ত্ব সেই শাসনের সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করে; এবং গুহর সাবঅল্টার্ন ধারণা প্রান্তিক চেতনার সুপ্ত প্রতিরোধকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এই ত্রিমাত্রিক তাত্ত্বিক প্রয়োগ নাটকের পাঠকে একক তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যার দিকে উন্মুক্ত করে।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিগত কাঠামোর ভিত্তিতে যক্ষপুরীকে একটি প্রতীকী রাষ্ট্র-রূপক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রমবিন্যাস, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সমন্বয়ে গঠিত এই নাট্যজগৎ এমন এক ক্ষমতা-বিন্যাসের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অর্থনৈতিক শোষণ ও নন্দনতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ পরস্পরকে সম্পূরক করে। পরবর্তী অংশে যক্ষপুরীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপকত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে উল্লিখিত পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং তাত্ত্বিক সমন্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিশদভাবে আলোচিত হবে।

পদ্ধতিগত কাঠামো গবেষণার তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি নির্ধারণ করে। এই পদ্ধতির আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '*রক্তকরবী*' নাটকের পাঠ্যবিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায়, যেখানে যক্ষপুরীর ক্ষমতা-সংগঠন, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং প্রান্তিক চরিত্রগুলির অভিজ্ঞতাকে নিবিড় পাঠের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব। নিম্নে উল্লিখিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণপদ্ধতির ভিত্তিতে নাটকের বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক অর্থ বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

৫. পাঠ্যবিশ্লেষণ (Textual Analysis) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '*রক্তকরবী*' নাটকটি আধুনিক শিল্পসভ্যতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, শ্রম এবং মানবিকতার সংকটকে প্রতীকময় নাট্যরূপে নির্মাণ করে। নাটকের যক্ষপুরী কেবল একটি কাল্পনিক নগর নয়; বরং একটি সুসংগঠিত উৎপাদনব্যবস্থা, যেখানে সম্পদ আহরণ, শ্রমের নিয়ন্ত্রণ এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য - এই তিনটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। নাটকের পাঠ্যস্তরে শ্রমিকজীবন, রাজার অদৃশ্য ক্ষমতার কাঠামো এবং নন্দিনীর মানবিক প্রতিরোধ একত্রে এমন একটি রাজনৈতিক নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করে, যা মার্কসীয় উৎপাদনসমালোচনা, গ্রামসীয় হেজমনি এবং সাবঅল্টার্ন চেতনার আলোকে নতুনভাবে অনুধাবন করা যায়। এই অংশে সেই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই পাঠ্যবিশ্লেষণ উপস্থাপিত হবে।

নাটকের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে যক্ষপুরী কেবল একটি নাট্যস্থান নয়, বরং একটি প্রতীকী অর্থনৈতিক ও ক্ষমতাগত কাঠামো। তাই পাঠ্যবিশ্লেষণের প্রথম ধাপে যক্ষপুরীর সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নিম্নে যক্ষপুরীকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার একটি রূপক হিসেবে আলোচনা করা হল।

৫.১. যক্ষপুরী : পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার রূপক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '*রক্তকরবী*' নাটকে যক্ষপুরী কেবল একটি প্রতীকী রাজ্য নয়; এটি মূলত এমন এক সুসংগঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো, যা সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের নীতিতে পরিচালিত। এই নগরের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাস সোনা উৎপাদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত; সোনাই এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রধান ভিত্তি এবং পুরো সমাজব্যবস্থার সংগঠক নীতি। নাটকের প্রারম্ভিক অংশে অধ্যাপক নন্দিনীকে জানায় যে, এই রাজ্যের সমস্ত সম্পদের উৎস মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা সোনা- "এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ীর ধন - সোনা" (ঠাকুর ১১-১২)। এই উক্তি যক্ষপুরীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্পষ্ট করে। এখানে সোনা কেবল ধন-সম্পদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতীক নয়; বরং পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে। মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুসারে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের মধ্যদিয়েই মূল্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই মূল্য শ্রমিকের হাতে থাকে না; বরং তা পুঁজির কেন্দ্রে সঞ্চিত হয় (Marx 326)। যক্ষপুরীর ক্ষেত্রেও একই কাঠামো কার্যকর - শ্রমিকেরা সম্পদ উৎপাদন করলেও তার মালিকানা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

যক্ষপুরীর ভৌগোলিক বিন্যাস এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে। নন্দিনী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, পুরো শহর যেন ভূগর্ভস্থ শ্রমে নিমজ্জিত - "সমস্ত শহর মাটির তলার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।" (ঠাকুর ১২) - এই চিত্র কেবল খনিশ্রমিকদের বাস্তব অবস্থাকে নির্দেশ করে না; বরং এটি আধুনিক শিল্পসভ্যতার এক প্রতীকী উপস্থাপন। শ্রমিকেরা উৎপাদনের কেন্দ্রে অবস্থান করলেও সামাজিক দৃশ্যপট থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। মার্কস যে শ্রম-বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন - যেখানে শ্রমিক তার শ্রমফল, শ্রমপ্রক্রিয়া এবং নিজের মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে - যক্ষপুরীর খনিশ্রমিকদের জীবন সেই অবস্থারই নাট্যরূপ (Marx 328)।

যক্ষপুরীর শ্রমব্যবস্থার বর্ণনায় স্পষ্ট হয় যে, '*রক্তকরবী*'-তে শ্রমিকসত্তার সংকট কেবল অর্থনৈতিক শোষণের স্তরে সীমাবদ্ধ নয়; তা গভীরভাবে মানসিক ও মতাদর্শিক পরিসরেও ক্রিয়াশীল। বিশুর সংলাপে শ্রমিকজীবনের এই দ্বিমুখী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার একটি তীব্র চিত্র ফুটে ওঠে - "একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে - বলছে, 'কাজ করো'। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে - বলছে, 'ছুটি ছুটি।" (ঠাকুর ৩২)

উদ্ধৃত সংলাপ যক্ষপুরীর শ্রম-নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত কৌশলকে উন্মোচিত করে। একদিকে মৌলিক অভাব - ক্ষুধা ও তৃষ্ণা - শাসনের দমনমূলক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শ্রমিককে উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে; অন্যদিকে প্রকৃতি, অবকাশ ও নেশার বিভ্রমের মাধ্যমে সেই দাসত্বকে সাময়িকভাবে আড়াল করা হয়। ফলে শ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণ কেবল শারীরিক শ্রমে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তার অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা এবং চেতনাকেও একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়।

মার্কসের শ্রমবিচ্ছিন্নতার (*alienation*) ধারণা যক্ষপুরীর শ্রমবাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে বিশেষ সহায়ক। মার্কস দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিক ক্রমে তার শ্রমের ফল, উৎপাদনপ্রক্রিয়া এবং নিজের মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর ভাষায়, "the worker becomes all the poorer the more wealth he produces." (324) উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের সৃষ্ট বস্তুই শেষ পর্যন্ত তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ফলত, শ্রম আর সৃজনশীল মানবিক ক্রিয়া থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার জন্য আরোপিত এক যান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা।

৯

পাশাপাশি বিশুর সংলাপে মার্কসীয় false consciousness-এর উপাদানও লক্ষণীয়। পুঁজিবাদী মতাদর্শ শ্রমিককে কেবল জোরপূর্বক শ্রমে আবদ্ধ করেই থেমে থাকে না; বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও মানসিক উপায়ের মাধ্যমে এমন এক বিভ্রমময় চেতনা নির্মাণ করে, যার ফলে শ্রমিক তার শোষণের প্রকৃত রূপকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। মার্কস ও এঙ্গেলস *The German Ideology*-তে উল্লেখ করেছেন,"The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas."(59) - অর্থাৎ ক্ষমতাকাঠামো কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদন নয়, চেতনার উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

ফলে যক্ষপুরীর শ্রমব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্র নয়; বরং তা একটি জটিল মতাদর্শিক কাঠামো, যেখানে অভাব ও মোহ - উভয়ই শাসনের কৌশলে পরিণত হয়েছে। ক্ষুধা শ্রমকে বাধ্যতামূলক করে তোলে, আর বিভ্রম সেই বাধ্যতামূলক শ্রমকে সহনীয় করে তোলে। এই অর্থে '*রক্তকরবী*'-র যক্ষপুরী আধুনিক শিল্পসভ্যতার ক্ষমতা, উৎপাদন ও মানবিক বিচ্ছিন্নতার এক গভীর রাজনৈতিক রূপক হিসেবে প্রতিভাত হয়।

যক্ষপুরীর উৎপাদনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক শোষণ এই নাট্যজগতের মৌলিক সংগঠক নীতি। তবে এই শোষণ কেবল শ্রমবিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি সুসংগঠিত ক্ষমতাকাঠামো, যা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে। ফলে যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিন্যাসের পরবর্তী স্তর হিসেবে ক্ষমতার স্থাপত্যকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নিম্নে জালের আড়ালে অবস্থানকারী রাজার প্রতীকী উপস্থিতির মাধ্যমে সেই ক্ষমতার বিন্যাস আলোচিত হবে।

৫.২. ক্ষমতার স্থাপত্য : জালের আড়ালে রাজা : যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি এর রাজনৈতিক কাঠামোও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকে রাজা সরাসরি দৃশ্যমান নন; তিনি একটি জালের আড়াল থেকে রাজ্য শাসন করেন। নাটকের নাট্যপরিচয় অংশে উল্লেখ আছে - "রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের পদে দেখাশোনা করে থাকেন" (৫)। - এই 'জাল' কেবল একটি স্থাপত্যগত উপাদান নয়; এটি ক্ষমতার একটি গভীর প্রতীক। রাজা অদৃশ্য থেকেও সর্বত্র উপস্থিত। তার শাসন প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়; বরং একটি কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকর।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি গ্রামসির হেজমনি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়। গ্রামসির মতে, শাসন কেবল বলপ্রয়োগে টিকে থাকে না; বরং সাংস্কৃতিক সম্মতি ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে স্থায়ী হয় (Gramsci 12)। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে না; বরং তারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

তবে নন্দিনী এই অদৃশ্য ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সে আহ্বান জানায় - "তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, ..." (ঠাকুর ১২)। এখানে 'আলো' কেবল বাস্তব আলো নয়; এটি স্বাধীনতা, জ্ঞান এবং মানবিকতার প্রতীক। নন্দিনীর এই আহ্বান মূলত সেই ক্ষমতা- বিন্যাসের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী প্রতিবাদ, যা অন্ধকারের মধ্যে শোষণকে লুকিয়ে রাখে।

যক্ষপুরীর সাংস্কৃতিক পরিবেশও এই আধিপত্যকে স্থায়ী করে । বিশু এক পর্যায়ে মন্তব্য করে - "যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের' পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে।" (ঠাকুর ৩১) - এই উক্তি নির্দেশ করে যে শাসনব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। সৌন্দর্য, সৃজনশীলতা এবং মানবিক অনুভূতি - সবকিছুই এখানে সোনার লোভে ক্ষয়প্রাপ্ত।

যক্ষপুরীর ক্ষমতাকাঠামোর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাজ্যের অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থায়ী হয়েছে। তবে এই কাঠামোর ভেতরেই এমন কিছু চরিত্র উপস্থিত, যারা প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং বিকল্প মানবিক চেতনার সম্ভাবনা উন্মোচিত করে। এই প্রেক্ষাপটে নন্দিনীর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে গ্রামসির 'অর্গানিক বুদ্ধিজীবী' ধারণার আলোকে নন্দিনীর চরিত্র ও তার প্রতিরোধচেতনা বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৩ নন্দিনী : অর্গানিক বুদ্ধিজীবীর প্রতীক : যক্ষপুরীর এই অন্ধকার, নিষ্ঠুরতা ও যান্ত্রিকতার বিপরীতে নন্দিনী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তার উপস্থিতি যেন নিস্তব্ধ ও স্তব্ধ এক জগতে হঠাৎ প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। অধ্যাপক তার এই আলোকময় উপস্থিতিকে তাই 'আচমকা আলো' বলে বর্ণনা করেন - "যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।" (ঠাকুর ১২) এই উক্তি নন্দিনীর চরিত্রের মৌলিক তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তোলে। নন্দিনী কেবল একটি চরিত্র নয়; সে জীবনশক্তি, স্বাধীনতা, প্রেম এবং মানবিক আবেগের প্রতীক। যক্ষপুরীর যান্ত্রিক ও দমনমূলক পরিবেশে তার উপস্থিতি একধরনের মানবিক প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে।

আন্তোনিও গ্রামসির ধারণা অনুযায়ী নন্দিনীকে 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল' হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রামসি যে ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথা বলেন- যিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেন এবং বিদ্যমান আধিপত্যমূলক কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন - নন্দিনীর চরিত্র সেই ভূমিকার সঙ্গেই সাদৃশ্যপূর্ণ (Gramsci 14)। নন্দিনী যক্ষপুরীর শ্রমিকদের নিঃশব্দ যন্ত্রণা ও বন্দিত্বকে অনুভব করে এবং তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চারণ করে। তার কথাবার্তা, আচরণ ও সাহসী উপস্থিতি যক্ষপুরীর দমবন্ধ পরিবেশে এক নতুন চেতনার জন্ম দেয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নন্দিনীর সঙ্গে রক্তকরবী ফুলের সম্পর্ক এই প্রতীকী অবস্থানকে আরও দৃঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। কিশোর তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় - "তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই... আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।" (ঠাকুর ১০) এখানে রক্তকরবী ফুলটি কেবল একটি অলংকার নয়; এটি এক গভীর প্রতীকের রূপ ধারণ করে। যক্ষপুরীর সোনার লোভ যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা ও লোভের প্রতীক, সেখানে রক্তকরবী দাঁড়ায় জীবন, প্রেম এবং মুক্ত মানবিকতার প্রতীক হিসেবে।

নন্দিনী নিজেও এই প্রতীকের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে। সে বলে - "রঞ্জন আমাকে কখনো-কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী।" (ঠাকুর ১৬) ফুলের এই লাল রং কেবল সৌন্দর্যের প্রতীক নয়; এটি জীবনের উচ্ছ্বাস, রক্তের উষ্ণতা এবং প্রতিরোধের শক্তিরও ইঙ্গিত বহন করে। এইভাবে নন্দিনীর চরিত্র ও রক্তকরবী ফুলের প্রতীক একে অপরের সঙ্গে মিলে যক্ষপুরীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে এক জীবন্ত মানবিক প্রতিবাদের ভাষা নির্মাণ করে। নন্দিনী তাই কেবল প্রেমের প্রতীক নয়, বরং মুক্তি, মানবিকতা এবং প্রতিরোধের এক জাগ্রত চেতনার প্রতিরূপ।

১০

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে নন্দিনীর চরিত্র যক্ষপুরীর দমনমূলক ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদের এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। তার উপস্থিতি শ্রমিক ও প্রান্তিক মানুষের অন্তর্লুকায়িত আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার বাসনা এবং জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে জাগ্রত করে তোলে। কিন্তু এই প্রতিবাদ সব সময় সরব বা সংগঠিত নয়; অনেক সময় তা নীরব, অন্তর্গত এবং প্রতীকী রূপে প্রকাশিত হয়। যক্ষপুরীর শ্রমিকসমাজের ভেতরে যে অবদমিত কণ্ঠস্বর ও অন্তর্নিহিত প্রতিরোধচেতনা ক্রমে জন্ম নিতে থাকে, তা সাবঅল্টার্ন চেতনার দিকেই ইঙ্গিত করে। এই নীরব কিন্তু গভীর প্রতিরোধের ভাষাই পরবর্তী আলোচনায় 'সাবঅল্টার্ন চেতনা' প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হবে।

৫.৪. সাবঅল্টার্ন চেতনা : নীরব প্রতিরোধের ভাষা : যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা নাটকের দৃশ্যমান কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান না করলেও তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে প্রান্তিক মানুষের চেতনা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তা রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গের প্রতিরোধ প্রায়শই প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের আকারে নয়, বরং সাংকেতিক ও প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ পায় - গান, ব্যঙ্গ, লোককথা কিংবা দৈনন্দিন আচরণের ভেতর দিয়ে (Guha 5)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'রক্তকরবী' নাটকের শ্রমিক চরিত্রদের বক্তব্য ও অভিব্যক্তি এক ধরনের নীরব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিরোধচেতনার পরিচয় বহন করে।

বিশুর গান সেই সাংকেতিক ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ - "মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে! লাগল পালে নেশার হাওয়া," (ঠাকুর ২৯)। এখানে 'স্বপ্নের তরী' কেবল কল্পনার উপমা নয়; এটি এক সম্ভাব্য মুক্ত ভবিষ্যতের প্রতীক, যেখানে যক্ষপুরীর দমবন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত। এই প্রতীকী ভাষা শ্রমিকদের অন্তর্লোকের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং অবদমিত স্বাধীনতার বোধকে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করে। তবে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্লান্তি, অবসাদ এবং অস্তিত্বগত সংকটও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে - "প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে, তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে" (ঠাকুর ৩২)। - এই উক্তি শ্রমিকজীবনের গভীর অবসাদকে প্রতিফলিত করে; যখন জীবনের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন মানুষ এক ধরনের মানসিক অসাড়তার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে, যা প্রতীকীভাবে 'মরণের রস'-এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

ফাগুলালের সংলাপেও সেই বন্দিত্বের অভিজ্ঞতা তীব্রভাবে ধরা পড়ে - "ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?" (ঠাকুর ২৮)। এই বক্তব্য যক্ষপুরীর কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকাঠামোর ইঙ্গিত বহন করে, যেখানে শ্রমিকেরা নিজেদের অস্তিত্বকে একটি অনিবার্য শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ বলে অনুভব করে। ফলে তাদের প্রতিরোধ সরাসরি বিদ্রোহে রূপ নেয় না; বরং গান, ইঙ্গিত ও নীরব অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে এক অন্তর্লীন প্রতিবাদের ভাষা নির্মিত হয়। এই নীরব প্রতিরোধই সাবঅল্টার্ন চেতনার সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উন্মোচিত করে। একই সঙ্গে এটি দেখায় যে, ক্ষমতার কঠোর কাঠামোর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যেও প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন এবং প্রতিরোধচেতনা কখনো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না; বরং সাংকেতিক ভাষার মধ্যদিয়েই তা টিকে থাকে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে জীবিত রাখে।

উক্ত আলোচনায় যক্ষপুরীর শ্রমিকসমাজের নীরব প্রতিরোধচেতনা ও সাবঅল্টার্ন অভিজ্ঞতার যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে, তা নাটকের প্রতীকী কাঠামোর সঙ্গেও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শ্রমিকদের অবদমিত জীবন, ক্লান্তি এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল সংলাপ বা গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা নাটকের কেন্দ্রীয় প্রতীকগুলির মধ্যদিয়েও গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। বিশেষত 'সোনা' ও 'রক্তকরবী' - এই দুটি প্রতীক যক্ষপুরীর ক্ষমতাকাঠামো ও মানবিক চেতনার মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করে। সোনা এখানে লোভ, শোষণ ও যান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতীক, যা শ্রমিকদের জীবনশক্তিকে শুষে নিয়ে এক নির্মম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। এর বিপরীতে রক্তকরবী প্রতীক হয়ে ওঠে জীবন, প্রেম, স্বাধীনতা ও মানবিকতার; যা নন্দিনীর উপস্থিতির মাধ্যমে এক বিকল্প নৈতিক ও অস্তিত্বগত সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। ফলে নাটকের সাবঅল্টার্ন অভিজ্ঞতা এবং প্রতীকের এই দ্বৈত বিন্যাস পরস্পরকে পরিপূরক করে, এবং এখান থেকেই 'সোনা' ও 'রক্তকরবী'-র প্রতীকমূলক দ্বন্দ্ব নাটকের গভীর সামাজিক ও দার্শনিক তাৎপর্যকে উন্মোচিত করে।

৫.৫. প্রতীকের দ্বন্দ্ব : সোনা বনাম রক্তকরবী : 'রক্তকরবী' নাটকের প্রতীকী বিন্যাসে 'সোনা' এবং 'রক্তকরবী' দুটি বিপরীত জীবনদর্শনের প্রতীক হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। যক্ষপুরীর সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সোনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যেখানে সম্পদ আহরণই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সোনা এখানে কেবল ধনসম্পদের চিহ্ন নয়; এটি ক্ষমতা, লোভ এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক, যা মানুষের স্বাভাবিক মানবিক সত্তাকে ক্রমশ অবদমিত করে। যক্ষপুরীর খনিগর্ভে শ্রমিকেরা নিরন্তর পরিশ্রম করে সোনা উত্তোলন করলেও সেই সম্পদের সঙ্গে তাদের জীবনের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; বরং সোনাকেন্দ্রিক কাঠামো তাদের জীবনকে এক যান্ত্রিক ও অমানবিক পরিসরে আবদ্ধ করে রাখে।

যক্ষপুরীর এই গ্রাসকারী ক্ষমতাব্যবস্থার রূপ বিশুর সংলাপে এক তীব্র প্রতীকী রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে - "দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি" (ঠাকুর, ৩৪)। এখানে যক্ষপুরীকে এক দানবীয় 'জঠর'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বকে গ্রাস করে তাকে কেবল উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে। রূপকটি সোনাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অমানবিক প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে।

নাটকের আরেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রাজা নিজেই উপলব্ধি করে যে, বস্তুগত সম্পদের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত শক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন - "দুর্গম থেকে হীরা আনি, মানিক আনি; সহজ থেকে প্রাণের জাদু আনতে পারি না" (ঠাকুর, ২৩)। এই উক্তিতে সোনাকেন্দ্রিক সভ্যতার মৌলিক সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল ধনসম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করা গেলেও মানুষের প্রাণশক্তি, প্রেম বা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা কোনোভাবেই সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায় না।

নন্দিনীর উপস্থিতি নাটকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। সে প্রকৃতি, প্রেম ও স্বাধীনতার প্রতীকী শক্তিকে ধারণ করে যক্ষপুরীর যান্ত্রিক পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। নন্দিনী যখন বলে - "আমার মালা রক্তকরবীর" (ঠাকুর, ১৯)। তখন রক্তকরবী ফুল কেবল অলঙ্কারের উপকরণ হিসেবে নয়, বরং জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মুক্ত মানবিকতার প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হয়। নন্দিনীর এই উক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে সোনাকেন্দ্রিক ক্ষমতাব্যবস্থার প্রতি এক নীরব প্রত্যাখ্যান এবং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রতি গভীর আস্থা। রাজার আরেকটি প্রশ্ন - "আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিনী?" (ঠাকুর, ২১) - প্রতীকী দ্বন্দ্বটিকে আরও স্পষ্ট করে। বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজা নন্দিনীর স্বীকৃতি কামনা করে, যা তার ক্ষমতার অন্তর্নিহিত শূন্যতাকে উন্মোচিত করে। সোনা ও রক্তকরবীর প্রতীকী সংঘাত তাই কেবল বস্তুগত সম্পদ ও একটি ফুলের পার্থক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ক্ষমতা ও মানবিকতার, লোভ ও জীবনের, যন্ত্রসভ্যতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির মধ্যে এক গভীর দার্শনিক দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাটকের প্রতীকী বিন্যাসে রক্তকরবী শেষ পর্যন্ত এমন এক জীবনদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সোনাকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিপরীতে মানবিক মুক্তি, প্রাণশক্তি এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে। ফলে রক্তকরবী কেবল একটি ফুলের প্রতীক নয়; এটি মানবমুক্তি ও জীবনের স্বাভাবিক শক্তির এক গভীর নৈতিক ও অস্তিত্বগত ইঙ্গিত বহন করে।

বিশ্লেষণাত্মক সমন্বয় : সুতরাং স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকে সোনা ও রক্তকরবীর প্রতীকী দ্বন্দ্ব কেবল দুটি ভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী জীবনদর্শনের গভীর দার্শনিক ও নৈতিক সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। সোনা এখানে যক্ষপুরীর লোভনির্ভর, যান্ত্রিক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রতীক - যে সভ্যতা মানুষের স্বাভাবিক জীবনশক্তি ও সৃজনশীল সম্ভাবনাকে দমিয়ে রেখে সম্পদ ও ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক অমানবিক সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করে। এর বিপরীতে রক্তকরবী, বিশেষত নন্দিনীর উপস্থিতি ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি, প্রেম, স্বাধীনতা এবং মানবিক প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। এই প্রতীকী বিন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একদিকে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থার অমানবিকতাকে উন্মোচিত করেছেন, অন্যদিকে জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মানবিক সহাবস্থান এবং মুক্তির সম্ভাবনাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে নাটকের প্রতীকী পরিসরে সোনা ও রক্তকরবীর দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত এমন একনৈতিক ও অস্তিত্বগত প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেখানে যান্ত্রিক ও লোভনির্ভর সভ্যতার সীমাবদ্ধতার বিপরীতে মানবমুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময় শক্তিই চূড়ান্ত তাৎপর্য লাভ করে। এই প্রতীকী সংঘাতই নাটকের সামগ্রিক দার্শনিক তাৎপর্যকে গভীরতর ও বহুমাত্রিক করে তোলে।

উপরোক্ত সমস্ত পাঠ্য মুহূর্তকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, 'রক্তকরবী' কেবল একটি প্রতীকনির্ভর নাট্যরচনা নয়; বরং এটি আধুনিক শিল্পসভ্যতা ও তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকাঠামোর উপর এক গভীর ও তীক্ষ্ণ সমালোচনায় পরিণত হয়েছে। যক্ষপুরীর খনি-নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সেই শোষণমূলক যুক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যা কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজিবাদ বিশ্লেষণে চিহ্নিত করেছিলেন। একই সঙ্গে রাজার অদৃশ্য অথচ সর্বব্যাপী ক্ষমতা এমন এক আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে, যা আন্তোনিও গ্রামসির হেজমনি ধারণার সঙ্গে তুলনীয় - যেখানে ক্ষমতা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও কার্যকর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন, দমিত ও প্রতিনিধিহীন কণ্ঠ রণজিৎ গুহ প্রবর্তিত সাবঅল্টার্ন চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ইতিহাসের প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের অভিজ্ঞতা ও কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত থেকেছে। এই দমনমূলক ও বিচ্ছিন্নতামূলক কাঠামোর মধ্যেই নন্দিনীর আবির্ভাব নাটকে একটি বিকল্প নৈতিক ও মানবিক দিগন্ত উন্মোচিত করে - যেখানে স্বাধীনতা, সৌন্দর্য এবং মানবিক সংযোগ অর্থনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার প্রাধান্যের বিপরীতে এক নতুন মূল্যবোধের ভিত্তি নির্মাণ করে। এইভাবেই 'রক্তকরবী' একটি প্রতীকী নাট্যরচনা থেকে ক্রমে আধুনিক সভ্যতার নৈতিক সংকট, ক্ষমতার কাঠামো এবং মানবমুক্তির সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে এক গভীর দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *'রক্তকরবী'* নাটকের প্রতীকী বিন্যাস কেবল নান্দনিক নাট্যরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আধুনিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও শোষণমূলক সভ্যতার অন্তর্নিহিত সংকটকে গভীরভাবে উন্মোচিত করে। সোনা ও রক্তকরবীর প্রতীকী দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবমুক্তি, স্বাভাবিক জীবনশক্তি এবং নৈতিক স্বাধীনতার যে ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আধুনিক শিল্পসভ্যতার যান্ত্রিক ও অমানবিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মানবতাবাদী প্রতিপক্ষ রচনা করে। ফলে নাটকটি কেবল একটি প্রতীকী আখ্যান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ক্ষমতা, অর্থনীতি এবং মানবিক অস্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্ককে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বক্তব্যে পরিণত হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. সমালোচনামূলক যুক্তি (Critical Argument) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি দীর্ঘদিন ধরে প্রধানত প্রতীকবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ সমালোচক নন্দিনীকে জীবনশক্তি ও প্রেমের প্রতীক হিসেবে এবং যক্ষপুরীকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার রূপক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ব্যাখ্যাগুলি নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও, নাটকের অন্তর্গত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয় না। বর্তমান গবেষণার মূল তর্ক হলো – 'রক্তকরবী' কেবল একটি প্রতীকী মানবতাবাদী নাটক নয়; বরং এটি আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং প্রান্তিক শ্রমিকচেতনার জটিল আন্তঃসম্পর্ককে নাট্যরূপে উপস্থাপন করে।

প্রথমত, যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে নগরটি মূলত একটি খনি-নির্ভর উৎপাদনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে সোনা আহরণই রাষ্ট্রশক্তির প্রধান ভিত্তি। শ্রমিকেরা মাটির তলদেশে কঠোর শ্রমের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন করলেও উৎপাদিত সম্পদের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই। এই পরিস্থিতি মার্কসীয় পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে শ্রমশক্তি পণ্যে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজির কেন্দ্রে সঞ্চিত হয় (Marx, 1976, pp. 300–301)। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা উৎপাদনের কেন্দ্রে অবস্থান করেও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে নাটকের অর্থনৈতিক ভিত্তি একটি স্পষ্ট শ্রেণিগত বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়ত, নাটকে ক্ষমতার কাঠামো প্রত্যক্ষ শাসনের মাধ্যমে নয়; বরং অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর। রাজা জালের আড়ালে অবস্থান করেন এবং তার উপস্থিতি দৃশ্যমান নয়। ক্ষমতার এই অদৃশ্যতা আধুনিক রাজনৈতিক শাসনের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে শাসন কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামসির হেজমনি তত্ত্ব এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে সহায়ক। গ্রামসির মতে, শাসনব্যবস্থা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না; বরং সামাজিক সম্মতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তা স্থায়িত্ব লাভ করে (Gramsci, 1971, pp. 12-13)। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে অবতীর্ণ না হলেও উৎসব, গান এবং দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে। ফলত শোষণ ধীরে ধীরে একটি স্বাভাবিক সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত, নাটকের শ্রমিকচরিত্রদের সংলাপ ও গান বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে তাদের মধ্যে একধরনের নীরব রাজনৈতিক চেতনা সক্রিয় রয়েছে। তারা সরাসরি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের ভাষা, ব্যঙ্গ এবং আক্ষেপের মধ্যে শোষণের উপলব্ধি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এই পরিস্থিতিকে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা প্রায়ই সংগঠিত বিপ্লবের রূপে প্রকাশিত হয় না; বরং বিচ্ছিন্ন, সাংকেতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (Guha, 1983, pp. 3-5)। 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমিকদের গান ও কথোপকথন সেই সাংকেতিক প্রতিরোধের ভাষাকে নির্মাণ করে।

উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে নন্দিনীর চরিত্র নাটকের রাজনৈতিক গতিশীলতাকে নতুন মাত্রা প্রদান করে। নন্দিনীকে কেবল একটি প্রতীকী চরিত্র হিসেবে দেখলে তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না; বরং তিনি আধিপত্যের কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার উপস্থিতি যক্ষপুরীর স্থিতিশীল ক্ষমতাবিন্যাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। গ্রামসির পরিভাষায় নন্দিনীকে একধরনের 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় - যিনি প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা ও বোধকে ভাষায় রূপ দেন এবং শাসনের নৈতিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন (Gramsci, 1971, p. 10)। নন্দিনীর মাধ্যমে নাটকে এমন এক বিকল্প মূল্যবোধের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়, যা সোনা-নির্ভর ক্ষমতার বিপরীতে জীবন, প্রেম এবং স্বাধীনতার মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করে।

অতএব 'রক্তকরবী' নাটকের পাঠ যদি কেবল নন্দনতাত্ত্বিক প্রতীকের বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নাটকটি আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনা, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিশ্লেষণ এবং প্রান্তিক চেতনার সম্ভাব্য প্রতিরোধ - এই তিনটি স্তরের সমন্বয়ে নির্মিত। মার্কসীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উৎপাদন সমালোচনা, গ্রামসীয় হেজমনি এবং সাবঅল্টার্ন তত্ত্বের আলোকে পাঠ করলে 'রক্তকরবী' আধুনিকতার অন্তর্গত শ্রেণি-সংকট এবং মানবিক মুক্তির প্রশ্নকে নতুন ভাবে উন্মোচিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, 'রক্তকরবী' কেবল একটি প্রতীকী কাব্যনাট্য নয়; বরং আধুনিক শিল্পসভ্যতার নৈতিক সীমা এবং মানবিক মুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে গভীর রাজনৈতিক প্রতিফলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক দলিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'রক্তকরবী'* নাটকটি কেবল নন্দনতাত্ত্বিক প্রতীক ও মানবতাবাদী ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আধুনিক শিল্পসভ্যতার অন্তর্গত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের একটি গভীর শিল্পরূপ। যক্ষপুরীর খনি-নির্ভর উৎপাদনব্যবস্থা, অদৃশ্য ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকচেতনার সাংকেতিক প্রতিরোধ নাটকটিকে একটি বিস্তৃত সমাজ-ইতিহাসগত প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। মার্কসীয় উৎপাদনসমালোচনা, গ্রামসীয় হেজমনি তত্ত্ব এবং সাবঅল্টার্ন চেতনার আলোকে পাঠ করলে নাটকের ভেতরে নিহিত শ্রেণিসংকট, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং মানবিক মুক্তির সম্ভাবনা নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়। এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণাকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে, যার মাধ্যমে *'রক্তকরবী'* নাটকের রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং প্রান্তিক চেতনার অন্তর্নিহিত প্রতিরোধকে পুনরায় মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপট থেকেই গবেষণাটির সামগ্রিক অবদান ও তাৎপর্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে, যা পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে।

উপসংহার (Conclusion) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'রক্তকরবী'* বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক রচনা, যার নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য ও প্রতীকী বিন্যাস দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। তবে গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে নাটকটিকে কেবল প্রতীকী বা মানবতাবাদী রূপক হিসেবে সীমাবদ্ধ করলে তার অন্তর্নিহিত সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য আংশিকভাবে অনুধাবিত হয়। আলোচনার ফলাফল নির্দেশ করে যে *'রক্তকরবী'* আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং প্রান্তিক চেতনার নীরব প্রতিরোধ - এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ককে এক জটিল নাট্যরূপে উপস্থাপন করে এবং ক্ষমতার গঠনকে নতুনভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

যক্ষপুরীর খনি-নির্ভর অর্থনীতি শ্রম ও সম্পদের মধ্যে এক গভীর বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা মার্কসীয় উৎপাদন-সমালোচনার আলোকে ব্যাখ্যাত হতে পারে। শ্রমিকেরা উৎপাদনের মূল শক্তি হলেও তারা সম্পদ ও ক্ষমতার কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল অর্থনৈতিক নয়; বরং সামাজিক ও মানসিক স্তরেও কার্যকর। একই সঙ্গে নাটকে রাজার অদৃশ্য উপস্থিতি এবং জালের আড়ালে ক্ষমতার অবস্থান গ্রামসির সাংস্কৃতিক হেজমনি ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এখানে শাসন কেবল বলপ্রয়োগে নয়; বরং সামাজিক সম্মতি, অভ্যাস এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল হয় এবং ক্ষমতার কাঠামো এক প্রকার স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মে রূপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে শ্রমিকচরিত্রদের গান, আক্ষেপ এবং নীরবতা সাবঅল্টার্ন চেতনার এক সাংকেতিক ভাষ্য নির্মাণ করে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ অনুপস্থিত হলেও তাদের কথোপকথনের ভেতর শোষণের বোধ ও সম্ভাব্য প্রতিরোধের ইঙ্গিত বিদ্যমান। রণজিৎ গুহর সাবঅল্টার্ন তত্ত্বের আলোকে এই নীরবতাকে প্রান্তিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে পাঠ করা সম্ভব। ফলে নাটকের নীরব স্তরেও প্রতিরোধের একটি অন্তঃস্রোত ক্রিয়াশীল থাকে, যা আধিপত্যের কাঠামোর অন্তর্গত ফাটলকে সূচিত করে।

উক্ত প্রেক্ষাপটে নন্দিনী চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্রীয় রূপান্তরমূলক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নন্দিনী কেবল প্রেম বা সৌন্দর্যের প্রতীক নয়; বরং আধিপত্যের কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। গ্রামসির ভাষায় তাকে এক ধরনের 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল' হিসেবে দেখা যায়, যিনি প্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন এবং ক্ষমতার নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তার উপস্থিতি মানবিক স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং নৈতিক প্রতিরোধের শক্তিকে নাটকের কেন্দ্রে স্থাপন করে।

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, *'রক্তকরবী'* আধুনিকতার অন্তর্গত শ্রেণি-সংকট, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং মানবিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে এক জটিল নাট্যরূপে প্রকাশ করে। মার্কসীয়, গ্রামসীয় এবং সাবঅল্টার্ন তাত্ত্বিক কাঠামোর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 629 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমন্বিত প্রয়োগ নাটকটির রাজনৈতিক তাৎপর্যকে নতুনভাবে উন্মোচিত করেছে। এই গবেষণা '*রক্তকরবী*'-র পাঠকে নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সীমা অতিক্রম করে একটি বিস্তৃত সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নতুন তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে; পাশাপাশি বাংলা নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও একটি বিকল্প বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

Bibliography:

এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, এবং কার্ল মার্কস, *The German Ideology*. Edited by C. J. Arthur. New York: International Publishers, 1970

গুহ, রণজিৎ, "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India." *Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society*. Edited by Ranajit Guha. Delhi: Oxford University Press, 1982, pp. 1–8

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton: Princeton University Press, 1993

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রক্তকরবী*. Kolkata: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আষাঢ় ১৪৩১

দাশ, শিশিরকুমার, *A History of Indian Literature*. Vol. 2, 1800–1910. New Delhi: Sahitya Akademi, 1991

নন্দী, আশিস, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*. Delhi: Oxford University Press, 1983

মার্কস, কার্ল, *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. 1. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin Books, 1976

মার্কস, কার্ল, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Translated by Martin Milligan, Moscow: Progress Publishers, 1959

বসু, বুদ্ধদেব, *রবীন্দ্র-নাটক*. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১